যুগান্তর

তারিখ ... 18 AUG 2012 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

টঙ্গী সরকারি কলেজ

শিক্ষকসহ নানা সংকটের আবর্তে বিপর্যস্ত শিক্ষা কার্যক্রম

আহমেদ সুবীর, *টঙ্গী থেকে*

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২ হাজার ৬৬৭ জন। শিক্ষক প্রয়োজন ১৪৬ জন। আছেন মাত্র ৫৭ জন। ছাত্রছাত্রী অনুপাতে বর্তমানে শিক্ষক আছেন প্রতি ২২২ জনে একজন। অথচ এটি একটি সরকারি কলেজ। চালু হয়েছে অনার্স কোর্সও। একেবারেই রাজধানীর উপকণ্ঠে শিল্পনগরী টঙ্গীর চেরাগআলীতে অবস্থিত টঙ্গী সরকারি কলেজের এ দৈন্যদশা। শুধু শিক্ষক সংকট নয়, কর্মচারী, শ্রেণী কক্ষ, খেলার মাঠ, হোস্টেল, অডিটরিয়ামসহ আরও অনেক সংকট কুরে কুরে খাচ্ছে প্রায় ৪০ বছরের পুরনো এই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে। এক সময় ভালো ফলাফল করলেও নানা সমস্যার আবর্তে বন্দি কলেজের বর্তমান সময়ের ফলাফলের অবস্থা খুবই নাজুক। কিন্তু এসব সমস্যা যেন দেখার কেউ নেই। তবে টঙ্গী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এবিএম আফাজ উদ্দিন বলেছেন, তিনি যোগদানের পর স্থানীয় সংসদ সদস্য ও টঙ্গী পৌরসভার মেয়রের সহযোগিতায় কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি করেছি। উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ফলাফল ভালো হয়েছে। সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। ফলাফল আগের তুলনায় অনেক ভালো হয়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, টঙ্গীর ঐতিহ্যবাহী একমাত্র সরকারি কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। এটি চেরাগআলী এলাকায় টঙ্গী-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পশ্চিম পাশে ছয় একর ৭৫ শতাংশ জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কলেজটি বিগত দিনে পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফল ভালো করলেও বর্তমানে সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। মূলত শিক্ষক সংকট হচ্ছে এই কলেজের প্রধান সমস্যা। ফলে লেখাপড়ার মান দিনে দিনে নিম্নমুখী হচ্ছে। এইচএসসি থেকে অনার্স পর্যন্ত এ কলেজে বর্তমানে ১২ হাজার ৬৬৭ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। তাদের জন্য শিক্ষক ১৪৬ জনের প্রয়োজন থাকলেও আছেন মাত্র ৫৭ জন। কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে সাতটি। শিক্ষক ও কর্মচারীর পাশাপাশি আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে কলেজের একমাত্র ছাত্রী হোস্টেলটিতে আসন রয়েছে মাত্র ১০৮ জনের। কলেজ সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, ছাত্রী হোস্টেলের পরিধি বাড়ালে দূরের ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত।

এই দুই মূল সংকটের বাইরে শ্রেণী কক্ষ সংকট, ভবন সংস্কার না হওয়া, অডিটরিয়ামের অভাব, একটু বৃষ্টিতে খেলার মাঠ তলিয়ে যাওয়া, বিতর্ক পরিষদ ও রোবার স্কাউটের অফিস সংকট রয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জানান, সামান্য বৃষ্টি হলেই কলেজের সামনের মাঠ পুরোটা তলিয়ে যায় পানিতে। ভারি বর্ষণ হলে বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষেও পানি প্রবেশ করে।

এ কারণে বৃষ্টি হলেই ছাত্রছাত্রীরা কলেজে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

জানা গেছে, কলেজের মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটের জন্য আবেদন করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, একটি বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য আবেদন করেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। আর শিক্ষক-কর্মচারী সংকটের কথা উল্লেখ করে গত ২ মে কলেজের অধ্যক্ষ এবিএম আফাজ উদ্দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন। তবে এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় থেকে কোন রকম আশ্বাস পাওয়া যায়নি।

কলেজ সূত্র জানায়, টঙ্গী সরকারি কলেজে বর্তমানে ৮টি বিষয়ে অনার্স রয়েছে, বিষয়গুলো হচ্ছে— বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, সমাজকল্যাণ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিষয় রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

কলেজের নানা সংকটের বিষয়ে জানতে চাইলে টঙ্গী সরকারি কলেজ বিতর্ক পরিষদের আহ্বায়ক নিরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, কক্ষ সংকটের কারণে বিতর্ক পরিষদের কার্যক্রম চলছে গত দু'বছর ধরে মুখ থুবড়ে পড়েছে। শুধু প্রতিভাবান কিছু ছাত্রছাত্রীর কারণে টঙ্গী কলেজ বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মোটামুটি ভালো করছে।

এ ব্যাপারে টঙ্গী সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন বলেন, আমাদের কলেজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, শিক্ষক সংকট এবং খেলার মাঠ, অডিটরিয়াম, রোবার স্কাউট, বিতর্ক পরিষদ অফিস খুবই প্রয়োজন।